সংবাদ

তারিখ ... 15 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
হায় শিক্ষক!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিধিতে একজন অধ্যাপকের সপ্তাহে ১০টি, সহযোগী অধ্যাপকের সপ্তাহে ১৪টি, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষকের সপ্তাহে ১৬টি করে ক্লাস নেয়ার বিধান রয়েছে। ঢাবির এ বিধানটি কি যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে? হচ্ছে না মর্মে প্রতিবেদন ছেপেছে সহযোগী একটি দৈনিক। প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৬৬৪ শিক্ষকের মধ্যে ২৬৯ শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। প্রেষণে রয়েছে আরও ৪৯ জন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন শিক্ষক এখনও অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ জনকে চাকরিচ্যুত করেছে। শিক্ষা ছুটি নিয়ে কেউ কেউ বিদেশে অবস্থান করছেন, আবার কেউ কেউ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করছেন। এদের মধ্যে ২৫০ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম ক্লাস নিচ্ছেন। খ্যাতনামা অনেক শিক্ষকই শিক্ষা ছুটি নিয়ে অধিক টাকার বিনিময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন। অর্থাৎ ঢাবির বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ক্লাস নিচ্ছেন না অনেক শিক্ষকই। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব শিক্ষক পার্ট টাইম জব ও কনসাল্টেন্সি করতে যান তাদের বেশিরভাগই খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় শিক্ষক। এসব শিক্ষক অন্যত্র চলে যাওয়ায় বিভাগগুলোতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষকরা ব্যাপক হারে জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমও কমে গেছে। উপার্জিত অর্থের শতকরা দশ ভাগ ওভারহেড চার্জ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে যেন দিতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই পার্ট টাইম চাকরি ও কনসালটেন্সি করছেন।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের সূত্র উল্লেখ করে প্রতিবেদনটিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সঙ্গে ঢাবির শিক্ষকদের বেতনের তুলনা করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে ঢাবিতে একজন প্রভাষক সব মিলিয়ে ১৩ হাজার ৫১০ টাকা পান, একজন অধ্যাপক সব মিলিয়ে ২৯ হাজার ৮৬০ টাকা পান। একজন মেধাবী শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসে ১ থেকে দেড় লাখ টাকা আয় করছেন। বেতন কাঠামোর এ বিরাট ব্যবধানই যে ঢাবির শিক্ষকদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান এবং গবেষণা কর্মের এমন দুরবস্থা চলছে শিক্ষকদের তথাকথিত শিক্ষা ছুটি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল টাইম অথবা পার্ট টাইম কাজ করার ফলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টাইম জব বা ফুল টাইম কনসাল্টেন্সির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির উল্লেখ নেই। বোধগম্য কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স যখন করা হয় তখন শিক্ষকদের মধ্যে চাকরিস্থলে না পড়িয়ে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর এ প্রবণতা ছিল না। তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল না। কিন্তু এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন সেটা করছে না সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। ঢাবি সিন্ডিকেট একটি নিয়ম অবশ্য পাস করে রেখেছে, যে নিয়মে বলা হয়েছে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক যুক্ত হতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে উপার্জিত অর্থের শতকরা দশ ভাগ ওভারহেড চার্জ দিতে হবে। আমরা মনে করি বর্তমান বাস্তবতায় এ নিয়মটি যথেষ্ট নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা করে শিক্ষকদের বাইরে কাজ করার যথার্থ অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে। ইতোমধ্যেই শিক্ষকদের ব্যাপক হারে পার্ট টাইম জব ও কনসাল্টেন্সিতে যোগদান এবং এর ফলে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টির কারণে ঢাবি কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের পার্ট টাইম জব ও কনসালটেন্সি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৩ বার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু কোন উদ্যোগই ফলপ্রসূ হয়নি। এ থেকেই বোঝা যায় সিন্ডিকেটের উচ্চিখিত নিয়মটি এই সমস্যার একটি বাস্তবসম্মত সমাধান দিতে পারছে না।

আমরা মনে করি, ঢাবি শিক্ষকদের পার্ট টাইম জব এবং কনসালটেন্সি করার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়কে এ প্রশ্নে একটি বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে এবং যেসব শিক্ষক এ নীতিমালা লংঘন করবেন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্নে আপস করা চলবে না।